ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ব্যাগে পেনসিল রাখার কারণ জানালেন দীপিকা

পৃঃ ৫

ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম পছন্দ নয় কোহলিরও

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৯ ● কলকাতা ● ০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৩ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তদের সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে যে শংসাপত্র দেওয়া হয়, তা-ই হল ওবিসি সার্টিফিকেট। বুধবার কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছে, এই রায় ঘোষণার পর থেকেই বাতিল হওয়া শংসাপত্র আর কোনও চাকরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে না।২০১২ সালে হওয়া ওই মামলায় মামলাকারীরা আদালতে আর্জি করেন অবিলম্বে ওই আইন খারিজ করার জন্য। যুক্তি হিসাবে তাঁরা বলেন, "তৃণমূল সরকার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে , তা ১৯৯৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার কমিশনের আইনের পরিপন্থী। এর ফলে সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষেরা। তাই সরকার যেন ওই আইন মেনেই শংসাপত্র দেয়।"

বুধবার প্রায় ১২ বছর পরে ওই মামলার রায় ঘোষণা করল উচ্চ আদালত। ঘটনাচক্রে সেই সময়, যখন রাজ্যে ভোট চলছে।হাই কোর্টের এই নির্দেশের ফলে বাতিল হল প্রায় পাঁচ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট। তবে একই সঙ্গে হাই কোর্ট জানিয়েছে, এই সার্টিফিকেট ব্যবহারকারী যাঁরা ইতিমধ্যে সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন এই রায়ে তাঁদের উপর প্রভাব পড়বে না।

বুধবার কলকাতা হাই কোর্ট অবশ্য নির্দিষ্ট করে তৃণমূল সরকারের কথা বলেনি। আদালত জানিয়েছে, ২০১০ সালের পরে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হবে। ঘটনাচক্রে ২০১১ সাল থেকে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে আদালতের নির্দেশ মূলত কার্যকর হতে চলেছে তৃণমূল জমানায় ইস্যু করা ওবিসি

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপির রায় এটা, আমরা মানব না, ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টে জোর ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। ২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া গোটা ওবিসি তালিকা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যার জেরে বাতিল হতে বসেছে প্রায় ৫ লাখ ওবিসি শংসাপত্র। হাইকোর্টের এই রায় প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র আপত্তি জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে খড়দহের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও এদিন একহাত নিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বলেন, 'কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেরাচ্ছেন নৃ সংখ্যালঘুরা তফসিলিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেবে। এটা কোনওদিন হতে পারে? তাহলে সংবিধান ভেঙে দিতে হয়৷ তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও সংযোজন, 'সংখ্যালঘুরা কখনও তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না। এটা দিতে পারে না,

এরপর ৩ পাতায়

মমতাদিদি শুভেন্দু উপর যত অত্যাচার করবেন, বিজেপি ততই শুভেন্দুকে বড় নেতা বানাবে: অমিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু ভাড়াবাড়িতে পুলিশি অভিযানের ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মমতাকে কটাক্ষ করে শাহ বললেন, "আপনার মন্ত্রীর বাড়িতে রেড হলে ৫১ কোটি টাকা পাওয়া যায়। আর শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে রেড হলে চার আনাও পাননি মমতাদিদি।'কাঁথি লোকসভা বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর সমর্থনে সভা করেন শাহ। ওই মঞ্চে দেখা গিয়েছে বিদায়ী সাংসদ, শুভেন্দু-সৌমেন্দুর বাবা শিশির অধিকারীকে। সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ইস্যুতে মমতাকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বাংলায় ৪২টি লোকসভা আসনের ৩০টিতে বিজেপি জয় পেলেই তৃণমূল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। অভিযোগ করেন, মমতার ভোটব্যাঙ্ক অনুপ্রবেশকারী। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই হবে। ছিল, আছে, থাকবে। আমরা নিয়েই ছাড়ব। আবার ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বাংলার শাসকদল অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শাহ। তিনি একে 'পাপ' বলে মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বাংলায় সিএএ হবেই। আবার দুর্নীতি

এরপর ৩ পাতায়

রামকৃষ্ণ মিশন কখনও ভোট দেয় না

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আবহে রামকৃষ্ণ মিশন , ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই প্রতিষ্ঠানগুলির 'রাজনীতি' যোগের অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটের আবহে তা নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে।ভোটের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র জলঘোলা হয়েছে। এবার এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন স্বামী সুবীরানন্দ। জনপ্রিয় একটি সংবাদসংস্থার কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশন একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। স্বামীজির নির্দেশ মেনে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কোনও সন্ন্যাসী ভোট দেয় না। কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা অংশগ্রহণ করে না'।পক্ষে-বিপক্ষে তৈরি হয়েছে হাজার মত। সত্যি সত্যিই কি অনুগামীদের ভোটদান প্রভাবিত করে রামকৃষ্ণ মিশন? এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন রামকৃষ্ণ মিশন এবং রামকৃষ্ণ মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ।

সম্প্রতি একটি নির্বাচনী সভা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকনের 'রাজনীতি' যোগ নিয়ে মুখ খোলেন তৃণমূল নেত্রী। সরাসরি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজের নাম নিয়ে তাঁকে নিশানা করেন মমতা। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন নিয়েও বেশ কিছু কথা বলেন তিনি।

তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রত্যেকে সম্মান করে। ওঁদের কাছে একটা হোয়্যাটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। ওঁদের যারা সদস্য হয় তাঁদের নাম, যারা দীক্ষা গ্রহণ করে। রামকৃষ্ণ মিশন কখনও ভোট দেয় না, এটা আমি জানি। কিন্তু তাহলে আমি কেন অন্যকে ভোট দিতে বলব? সবাই ভায়োলেট করেনি, কেউ কেউ করেছে'। নিজেরা ভোট না দিলেও, অনুগামীদের ভোটদানে কি তাঁরা প্রভাব বিস্তার করে? এর উত্তরে স্বামী সুবীরানন্দ বলেন, 'এই বিষয়ে আমরা তাঁদের কোনও পরামর্শ দিই না। আমরা তাঁদের কোনও নির্দেশও দিই না। ওনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন এবং রামকৃষ্ণ মঠের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মিশন মানুষের জন্য কাজ করে। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য কাজ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য'।

শুক্রবার থেকে মৎস্যজীবীদের

সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিম্নচাপ বলয় সুস্পষ্ট রূপ নিতেই বৃষ্টি শুরু হল দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে এই বৃষ্টি সব জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহাল থাকবে। এরপর বৃষ্টি বাড়বে। শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উপকূলে। শুক্রবার থেকে ম

ৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা উপকূলের দুই জেলায়।

তামিলনাড়ুর উত্তরে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে তৈরি হল নিম্নচাপ বলয়। ২৪ তারিখ সকালে এটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। এরপর এটির অভিমুখ হবে উত্তর - উত্তর পূর্ব দিকে। ২৫ তারিখ বিকেলের মধ্যে এটি আরও বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করতে চলেছে। ২৫ তারিখ বিকেলের পর বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব দিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ দিয়ে এগোতে থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, এটির শক্তি সঞ্চয়ের প্রবণতা দেখে এটির ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ঘূর্ণিঝড় হলে এর নাম হবে রিমেল। বাকি কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি বাড়বে মালদা ও দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে গরম ও অস্বস্তি চরমে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র

এরপর ৩ পাতায়

জৈবিক প্রক্রিয়ায় এই এনার্জি পাননি,

পরমেশ্বরের আশীর্বাদই তাঁর এনার্জির উৎস: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শোনা যায় তিনি নাকি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই কাজ করেন। দেখা যায়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একই উৎসাহের সঙ্গে কর্তব্য পালন করে চলেছেন তিনি। বিশেষ করে ভোটের সময়। কখনও সভা, কখনও রোড শো, কখনও সাক্ষাৎকার দেওয়া, কখনও দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সদা শশব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রীর এই 'ঈশ্বরের দূত' মন্তব্যে নিয়ে তীব্র আক্রমণ এসেছে বিরোধী শিবির থেকে। কংগ্রেসের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে সুপ্রিমা শ্রীনেত দাবি করেছেন, "বিজেপি নেতারা সুপরিকল্পিত ভাবে প্রচার করে মোদিকে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মোদি নিজেও বলছেন তিনি পরমাত্মার দূত। একই ভাবে হিটলারের প্রচারযন্ত্র তাঁকে ঈশ্বরের দূত বলত। এটাই স্বৈরাচারীদের লক্ষণ।"অথচ ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই তাঁর শরীরে। কীভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে চমকপ্রদ দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি দাবি করলেন, তিনি নিশ্চিত তিনি জৈবিক প্রক্রিয়ায় এই এনার্জি পাননি। পরমেশ্বরের আশীর্বাদই তাঁর এনার্জির উৎস। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "মা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার মনে হত, হয়তো জৈবিক প্রক্রিয়ায় আমার জন্ম হয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর নানা রকম অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে আমাকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। এত শক্তি আমি কোনও জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে পাইনি। ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান, সেজন্য আমাকে এই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। আমাকে সামর্থ্যও তিনি দিয়েছেন, সদিচ্ছাও তিনি দিয়েছেন, প্রেরণাও তিনিই দিচ্ছেন।"প্রধানমন্ত্রী বলছেন, "আমি কিছুই নই। আমি ঈশ্বরের তৈরি একটি যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান। আমি করি। আমি ঈশ্বরকে সমর্পিত। তবে সেই ঈশ্বরকে আমি দেখিনি। আমি ১৪০ কোটি দেশবাসীকেই ঈশ্বর বলে মনে করি।" প্রধানমন্ত্রী জানতেন, তাঁর এই মন্তব্য অনেকেই অপব্যাখ্যা করবে। ভালোভাবে নেওয়া হবে না। সেটাও উল্লেখ করেছেন ওই সাক্ষাৎকারে। মোদিকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আমি এটা বলার পর অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না। বামপন্থীরা আমাকে নিয়ে রসিকতা করবে। আমার চুল ছিঁড়ে নেবে।"

স্বাস্থ্যসেবা এবং অফশোর বেটিং বিজ্ঞাপনগুলি

সবচেয়ে লঙ্ঘনকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে কারণ এএসসিআই তার বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে

- ৮,২২৯টি বিজ্ঞাপনে এএসসিআই তদন্ত, স্বতঃপ্রণোদিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ৯৪% চিহ্নিত হয়েছে
- অনলাইন নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৮৫% আপত্তিকর বিজ্ঞাপন ডিজিটাল মিডিয়া থেকে আসছে
- স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, সবচেয়ে লঙ্ঘনকারী, অবৈধ অফশোর বেটিং / জুয়া দ্বারা অনুসরণ করা হয়
- প্রভাবশালী লঙ্ঘন সমস্ত ক্ষেত্রে ২১% জন্য দায়ী
- এই উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান মোকাবেলা করার জন্য দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন কোর্স চালু করে

কলকাতা, ২২শে মে, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) আজ তার বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আপত্তিজনক বলে বিবেচিত বিজ্ঞাপনগুলির একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।

এএসসিআই ১০,০৯৩টি অভিযোগ পরীক্ষা করে এবং ৮২৯৯টি বিজ্ঞাপন তদন্ত করে। বেশিরভাগ লঙ্ঘন ৮১% এ বিভ্রান্তিকর দাবির কারণে হয়েছিল, তারপরে ৩৪% এ ক্ষতিকারক পরিস্থিতি বা পণ্যগুলি প্রচার করে এমন বিজ্ঞাপনগুলি ছিল (একই বিজ্ঞাপনটি একাধিক আপত্তির জন্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে)। ডিজিটাল বিজ্ঞাপনগুলি প্রক্রিয়াজাত বিজ্ঞাপনগুলির ৮৫% এর জন্য দায়ী এবং মুদ্রণ এবং টিভির জন্য ৯৭% এর তুলনায় ৭৫% এর কম সম্মতির হার ছিল। এটি ভোক্তাদের অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেমনটি গত বছরও হাইলাইট করা হয়েছিল। যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল তার ৯৪% এএসসিআই দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোলা হয়েছিল।

এএসসিআই যে বিজ্ঞাপনগুলি তুলেছে তার ৪৯% বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি। মোট ৯৮% ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সংশোধন প্রয়োজন ছিল কারণ তারা এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করেছিল।

এই বছর, স্বাস্থ্যসেবা সবচেয়ে লঙ্ঘনকারী খাত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, ১৯% ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, তারপরে অবৈধ অফশোর বাজি (১৭%), ব্যক্তিগত যত্ন (১৩%), প্রচলিত শিক্ষা (১২%), খাদ্য ও পানীয় (১০%), এবং রিয়েলটি (৭%)। বেবি কেয়ার শীর্ষ লঙ্ঘনকারী বিভাগে একটি নতুন প্রতিযোগী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রভাবশালী প্রচারগুলি ৮১% বেবি কেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রক্রিয়াজাত ১৫৭৫টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ১২৪৯টি ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৪ লঙ্ঘন করেছে এবং খাত নিয়ন্ত্রক কে জানানো হয়েছে। ৮৬ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা বিজ্ঞাপন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হাজির হয়। অবৈধ বেটিংয়ের জন্য ১৩১১টি বিজ্ঞাপন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। এএসসিআই ব্যক্তিগত যত্নে যে ১০৬৪ টি বিজ্ঞাপন পরীক্ষা করেছে, তার মধ্যে ৯৫% অনলাইনে উপস্থিত হয়েছিল, অর্ধেকেরও বেশি (৫৫%) প্রভাবশালী অপ্রকাশ্য মামলা ছিল।

সেলিব্রিটিরা এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করে এমন বিজ্ঞাপন গুলিতে উপস্থিত হতে থাকে। এএসসিআই সেলিব্রিটিদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ১০১ টি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রক্রিয়া করেছে, যার মধ্যে ৯১% সংশোধন প্রয়োজন। এই ১০১ টি বিজ্ঞাপনে উপস্থিত ১০৪ জন সেলিব্রিটি সেলিব্রিটি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে কারণ তারা যথাযথ পরিশ্রমের কোনও প্রমাণ সরবরাহ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর অধীনে যথাযথ অধ্যবসায় ও একটি প্রয়োজনীয়তা। সেলিব্রিটিদের আইন লঙ্ঘনের শীর্ষ পাঁচটি বিভাগ হল ব্যক্তিগত যত্ন (২২%), খাদ্য এবং পানীয় (২১%), অবৈধ / বাজি (২০%), স্বাস্থ্যসেবা (৯%), এবং টেকসই (৬%)।

নিজস্ব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি এএসসিআই আইন লঙ্ঘনের জন্য সরাসরি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের কাছে ৩২০০ বিজ্ঞাপন রিপোর্ট করেছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এর কাছে ১৩১১টি অফশোর অবৈধ/বেটিং বিজ্ঞাপন এবং ১৯৫৪ সালের ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্টের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের জন্য আয়ুষ মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট করা ১২৪৯টি স্বাস্থ্যসেবা বিজ্ঞাপন ছাড়া ও, অন্যদের মধ্যে রিয়েলটি (৪৯৩ টি বিজ্ঞাপন), অ্যালকোহল পানীয় (৮২ টি বিজ্ঞাপন) তামাক এবং তামাক ভিত্তিক পণ্য (৬৫ টি বিজ্ঞাপন) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই প্রবণতা গুলি মোকাবেলা করার জন্য, এএসসিআই, এএসসিআই একাডেমিক তত্ত্বাবধানে "দ্য এএসসিআই গাইড টু রেসপন্সিবল অ্যাডভার্টাইজিং" নামে একটি সার্টিফিকেশন কোর্স চালু করেছে। শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা এই কোর্সের লক্ষ্য বিজ্ঞাপন বাস্তুতন্ত্র কে সমর্থন করা, নৈতিক বিজ্ঞাপনের মান এবং এএসসিআই কোড এবং বিভিন্ন বিধি বিধানের সাথে সম্মতি অর্জন করা এবং আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন এর ঘটনা হ্রাস করা।

সৌগত গুপ্ত, এএসসিআই-এর চেয়ারম্যান, বলেন, "ডিজিটাল একটি প্রভাবশালী মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ হয়, এএসসিআই প্রযুক্তিতে ক্রমাগত বিনিয়োগের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করেছে। আপত্তিকর বিজ্ঞাপন এর স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ সমাধান নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের প্রক্রিয়া ও দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রাখব। এই জটিল সন্ধিক্ষণে, আমরা নৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার করতে এবং বিজ্ঞাপনগুলি আহ্বান জানাতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করার প্রত্যাশায় রয়েছি যা অবশেষে বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা নষ্ট করে।"

এএসসিআই-এর সিইও ও সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর বলেন, "২০২৩-২৪ সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জিং বছর ছিল এবং এএসসিআই ডিজিটাল আমাদের প্রচেষ্টাকে ফোকাস করে এই দিকে এগিয়ে গেছে। এমআইবি, আয়ুষ এবং মহারেরার মতো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ৩২০০ বিজ্ঞাপন সরাসরি আইন লঙ্ঘনের জন্য শেয়ার করা হয়েছিল। আমরা এটিকে ফোকাসের একটি অব্যাহত ক্ষেত্র হিসাবে দেখছি। শীর্ষে উঠে আসা স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতগুলি সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয়। অনলাইনে সর্বাধিক সংখ্যক লঙ্ঘনমূলক বিজ্ঞাপন দেখা যায়, বিজ্ঞাপনদাতা এবং প্ল্যাটফর্ম গুলিকে ভোক্তাদের সুরক্ষিত রাখতে নিয়ন্ত্রক এবং স্ব-নিয়ন্ত্রক এর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। এএসসিআই একাডেমি সম্প্রতি চালু হওয়া দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন এবং দায়িত্বশীল প্রভাবের উপর ই-লার্নিং কোর্স গুলো নিয়ন্ত্রক মানগুলির বৃহত্তর বোঝার সাথে বিজ্ঞাপন তৈরির শিল্পের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং ভোক্তারা প্রথম স্থানে আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের মুখোমুখি না হয় তা নিশ্চিত করে।"

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে নবদ্বীপ গঙ্গা থেকে

জল নিয়ে বুড়ো রাজ মন্দিরের উদ্দেশ্যেভক্তরা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : বৈশাখী পূর্ণিমা অর্থাৎ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে নবদ্বীপ ভাগীরথী গঙ্গার জল নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের বাবা বুড়োরাজ মন্দিরে বাক কাঁধে করে নিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বাবার ভক্তরা। নবদ্বীপের বড়াল ঘাট, রানীর ঘাট, পোড়াঘাট, ফাঁসিতলা ঘাট, শ্রীবাসঅঙ্গনঘাট, দিয়ারা পাড়ার ঘাট সমস্ত ঘাট থেকেই এই জল নিয়ে যাওয়া হয়। নবদ্বীপ ফেরিঘাট অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে গৌতম মৃধা জানান ঘাট কর্তৃপক্ষের থেকে যাতে ভক্তদের কোনো রকম সমস্যা না পড়তে হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবদ্বীপ থানা এবং পৌর প্রশাসন থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা সহকারে সিসিটিভি এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার গঙ্গায় যাতে কোন মানুষের অসুবিধা না হয় তার জন্য নজরদারি রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিম। বহুদূরান্ত থেকে ভক্তরা গাড়িতে করে এই নবদ্বীপ ঘাটে আসে তারপর গঙ্গায় স্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে সারারাত ব্যাপী হাঁটা পথে পৌঁছাবে বাবা বুনোরাজ মন্দিরে।

কয়লা পাচার

আগামী ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ৩ জুলাই চার্জ গঠন করার নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে কয়লা পাচার মামলা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। কিন্তু এখনও এই মামলার সেই কূলকিনারা হয়নি! মঙ্গলবার আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা। অন্যদিকে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ সিং আবার কয়লা পাচার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালাকে জেরার অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান। কীভাবে, কখন জেরা করা হবে তা আদালতকে জানাতে বলেন বিচারপতি। এদিকে অনুপের আইনজীবী অভিষেক মুখোপাধ্যায় পাল্টা প্রশ্ন করেন, অনুপকে নিতুড়িয়ায় নিজ এলাকার মধ্যেই থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাহলে তাঁকে যদি জেরার জন্য ডাকা হয় তিনি কীভাবে যাবেন? একথা শুনে বিচারপতি বলেন, সিবিআই যেদিন জেরার জন্য ডাকবে, সেদিন অনুপকে বেরনোর অনুমতি প্রদান করা হবে।কবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে? সিবিআই আর কোনও চার্জশিট জমা দেবে কিনা? এমন একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে তদন্তকারী সংস্থা।

গতকাল বিচারপতি রাজেশ চক্রবর্তী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিচার আর দেরি করতে চায় না আদালত। গতকালের শুনানিতেই সকল অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ৪৩ জনের মধ্যে ৪০ জন হাজির হলেও, বাকি ৩ জন এদিন আসেননি। এর মধ্যে বিনয় মিশ্র ফেরার এবং বাকি দু'জন শারীরিক অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি বলে জানান তাঁদের আইনজীবী।

সেকথা শোনার পর আগামী শুনানিতে দু'জনকে উপস্থিত থাকতেই হবে বলে জানান বিচারপতি রাজেশ চক্রবর্তী। দরকার হলে অ্যাম্বুলেন্স করে হলেও তাঁদের হাজির করাতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। অন্যদিকে বিনয়ের সম্বন্ধে

এরপর ৪ পাতায়

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন,

কলকাতায় পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে আনওয়ারুলকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন সে দেশের সংসদ সদস্য আনওয়ারুল আজিম। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হল না। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতায় পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে আনওয়ারুলকে। যদিও এখনও বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের দেহ উদ্ধার হয়নি। সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি।বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'য় প্রকাশিত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ১২ মে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন আনওয়ারুল। উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা করানো।১৪ মে পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তবে ১৬ মে সংসদ সদস্যের ফোন থেকে আনওয়ারুলের ব্যক্তিগত সহকারী আবদুর রউফের কাছে ফোন আসে। তিনি ফোন ধরতে পারেননি। পরে আবার তিনি ফোন করলে ফোনটি বন্ধ পেয়েছেন। এর পর থেকে সংসদ সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

তার পরেই নিউ টাউনের অভিজাত আবাসন ঘুরে যান সিআইডির আইজি অখিলেশ চতুর্বেদী। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, গত ১২ মে ভারতে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন আনওয়ারুল। প্রথমে উঠেছিলেন বরাহনগরে তাঁরই এক বন্ধু গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে। দিন দুয়েক সেখানে থাকার পর এক দিন বাড়ি থেকে বেরোন আনওয়ারুল। তার পর থেকেই আর তাঁর খোঁজ মিলছিল না। বাংলাদেশে আনওয়ারুলের পরিবারও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে অগত্যা গোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গোপাল তাঁদের জানান, তিনিও আনওয়ারুলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। সিআইডির আইজি অখিলেশ জানিয়েছেন, খোঁজ না পেয়ে গোপাল থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সেই অভিযোগের তদন্ত করতে একটি দল গঠন করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। অখিলেশ বলেন, "সেই তদন্ত চলছিল। তার মধ্যে ২২ মে আমরা জানতে পারি, ওঁকে খুন করা হয়েছে। শেষ বার যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছিল, সেই জায়গাটি খুঁজে বার করে স্থানীয় থানা। এর পরে সিআইডিকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়।"সিআইডি সূত্রে খবর, নিউ টাউনের যে আবাসনে আনওয়ারুল ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে, সেই ফ্ল্যাটটির মালিক সরকারি কর্মচারী জনৈক সন্দীপ। তিনি আবার আখতারুজ্জামান নামে এক ব্যক্তিকে ফ্ল্যাটটি ভাড়া দেন। সিআইডির আইজি জানিয়েছেন, আখতারুজ্জামান আমেরিকার নাগরিক। কিন্তু আখতারুজ্জামানের নামে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে কী করে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য থাকলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে অখিলেশকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি জবাব দেননি।আনওয়ারুল যে নিউ টাউনের ফ্ল্যাটে আছেন, তা জানা গেল কী ভাবে? অখিলেশ বলেন, "১৮ তারিখে একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তার পর ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট একটি এসআইটি গঠন করে। সেই তদন্ত করতে গিয়েই আমরা খবর পাই।" নিউ টাউনের আবাসনের ফ্ল্যাটে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহের কাজ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা। রক্তের দাগ বাংলাদেশের সংসদ সদস্যেরই কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। সিআইডি কর্তা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সংসদ সদস্যের দেহ এখনও উদ্ধার হয়নি।

কমিশনের এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধেই বুধবার

কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ

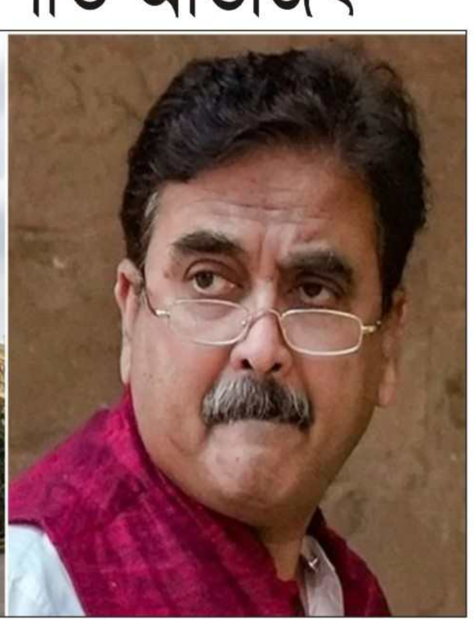

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলা তাঁর মন্তব্যের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। প্রাক্তন বিচারপতি তথা লোকসভা ভোটে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে কমিশন লিখেছিল, "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যেখানে মহিলাদের সম্মান করার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত শব্দ বাংলার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, ভাবমূর্তিরও ক্ষতি করেছে।" কমিশনের এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধেই বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ।বুধবার এ প্রসঙ্গে অভিজিতের আইনজীবীরা বলেন, ''অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সমালোচনা করে কমিশন যা যা লিখেছে, তা এর আগে অন্য কোনও প্রার্থীর ক্ষেত্রে লেখা হয়নি। কমিশন কোনও প্রার্থীকে তাঁর আচরণের জন্য প্রচারের অনুমতি না দিতেই পারে। কিন্তু তাঁর আচরণ নিয়ে এ ভাবে মন্তব্য করতে পারে কি?" এই প্রশ্ন তুলেই বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে পাল্টা মামলা করছেন অভিজিৎ। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ তিনি আসবেন।বুধবার দুপুর ৩টেয় হলফনামায় সই করতে হাই কোর্টে পৌঁছবেন তিনি।তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের হলদিয়ার একটি সভা থেকে অভিজিৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে 'নজিরবিহীন' ভাষায় আক্রমণ করেছেন বলে

এরপর ৪ পাতায়

তৃণমূলের মিছিলে

হামলার অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসিরহাট ও নন্দীগ্রাম:তৃণমূলের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে ।বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সমর্থনে মিনাখার আটপুকুর অঞ্চল তৃণমূলের কার্যকারী সভাপতি মিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। আটপুকুর থেকে এই মিছিল বিথারী এলাকায় যেতেই এলাকার বেশ কিছু আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের মিছিলে হামলা চালাই বলে অভিযোগ ।বুধবার নন্দীগ্রামে রয়েছে অভিষেক ব্যানার্জির সভা। নন্দীগ্রামে বোমাবাজি মারধর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে । তৃণমূলের অভিযোগ নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর খড়িপুকুর এলাকায় তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান চন্দ্রশেখর দাসের ওপরে অতর্কিত আক্রমণ করে বিজেপি। চন্দ্রশেখর যখন বাড়ি যাচ্ছিলেন, সেই স্থানে বিজেপির কিছু কর্মী সমর্থক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা গাড়িতে তুলে মারধর শুরু করে।

পরে পুলিশ তাকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। অপরদিকে বিজেপির অভিযোগ, গড় চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে প্রশাসনের অনুমতিক্রমে একটি স্ট্রিট কর্নারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় তাদের উপর আক্রমণ করে কিছু দুষ্কৃতি। সেই সময় তারা প্রশাসনের কাছে গেলে দুষ্কৃতিরা তাদের উপর বোমা ছোড়ে বলে অভিযোগ । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।ঘটনায় হালিম সরদার, আইয়ুব সরদার, সাদ্দাম মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল এর কর্মী সমর্থকরা আহত হন। তৃণমূলের অভিযোগ আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতি সেলিম মোল্লা, সালা ঢালি, শরিফুল ঢালী সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলের মিছিলে হামলা চালায়।এলাকায় চরম উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, বোমাবাজি মারধর এবং গাড়ি ভাঙচুর এর অভিযোগ।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট

সার্টিফিকেটের উপরেই। কেন এই সিদ্ধান্ত? কলকাতা হাই কোর্ট বলছে, ২০১০ সালের পরে যে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে, তা যথাযথ ভাবে আইন মেনে বানানো হয়নি। তাই ওই শংসাপত্র বাতিল করতে হবে। তবে একই সঙ্গে হাই কোর্ট জানিয়েছে, যাঁরা এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বা চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কোনও প্রভাব ফেলবে না। বাকিরা আর চাকরি প্রক্রিয়ায় ওই শংসাপত্র ব্যবহার করতে পারবেন না।কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বুধবার এই রায় ঘোষণা করেন। তাঁদের বেঞ্চ বলে, "এর পরে কারা ওবিসি হবেন তা রাজ্যের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভাকে ঠিক করতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার কমিশনকে ওবিসিদের তালিকা নির্ধারণ করতে হবে। সেই তালিকা রাজ্যের আইনসভা বা বিধানসভাকে পাঠাতে হবে। যাঁদের নাম বিধানসভা অনুমোদন দেবে পরবর্তী কালে তাঁরাই ওবিসি বলে গণ্য হবেন।"বুধবার যে মামলার ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিল হাই কোর্ট, সেই মামলাটি দায়ের হয় ২০১২ সালে। মামলাকারীদের তরফে আদালতে হাজির ছিলেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা জানিয়েছেন, ২০১০ সালে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি' তৈরি করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। ওই শ্রেণির নাম দেওয়া হয় 'ওবিসি-এ'। কিন্তু তার পরের বছরই বাংলার মসনদ থেকে সরে যায় বামফ্রন্ট। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে ওই শ্রেণি সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট ছাড়াই একটি তালিকা তৈরি করে এবং আইন প্রণয়ন করে। যার ভিত্তিতেই মামলা করা হয় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে।

১-ম পাতার পর

মমতাদিদি শুভেন্দু উপর যত অত্যাচার করবেন, বিজেপি ততই শুভেন্দুকে বড় নেতা বানাবে:অমিত

ইস্যুতে মমতার সরকারকে নিশানা করে শাহের সংযোজন, "এই মাফিয়াদের খুঁজে খুঁজে উল্টো করে ঝুলিয়ে সিধে করে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।'' শাহের প্রতিশ্রুতি, বিজেপি বাংলা থেকে ৩০টি লোকসভা আসন পেলে মোদী সরকার 'সোনার বাংলা' তৈরি করবে।মঙ্গলবার বিকেলে শুভেন্দুর কোলাঘাটের বাড়িতে পুলিশি হানা হয়। এ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি শুভেন্দু এ-ও জানান, শাহ ফোন করে তাঁর কাছ থেকে খোঁজ নেন ওই বিষয়ে। তিনি বলেন, "বিজেপি ন্যাশনাল লেভেলে এটা টেক-আপ করছে।'' বুধবার 'অধিকারী গড়' কাঁথিতে জনসভা করে ওই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন শাহও।শাহ জানান, মঙ্গলবার বাংলায় পা দিয়েই তিনি শুভেন্দুর ভাড়াবাড়িতে পুলিশি হানার খবর পান। তিনি শুভেন্দুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন। সভায় শাহ বলেন, "কাল এখানে 'ল্যান্ড' করতেই একটা এসএমএস পেলাম। জানলাম শুভেন্দুদার বাড়িতে পুলিশ 'রেড' করেছে।" মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আরে মমতাদিদি, আমরা বিজেপির লোকজন আপনার পুলিশকে ভয় পাই না। আপনার মন্ত্রীর বাড়িতে রেড হলে ৫১ কোটি টাকা মেলে। আর শুভেন্দুদার বাড়িতে রেড হয়েছে। চার আনাও পাননি মমতা।" তার পর হুঁশিয়ারি দেওয়ার সুরে শাহের সংযোজন, "আজ কাঁথিতে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, বাংলায় যদিও বা এক-দুটো আসন পেতেন, এই পুলিশি অত্যাচার জারি থাকলে তা-ও পাবেন না।" তিনি আরও বলেন, "মমতাদিদি শুভেন্দুদার উপর যত অত্যাচার করবেন, বিজেপি ততই শুভেন্দুদাকে বড় নেতা বানাবে।"

১ পাতার পর

রাজ্য বিধানসভায় সাসপেন্ড শুভেন্দু সহ বিজেপির ৬ বিধায়ক

দেবেও না।'

খড়দহের সভা থেকে মমতা বলেন, 'এই রায় আমি মানি না। যেমন ২৬ হাজার শিক্ষককে যখন বাতিল করা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ওই রায় আমরা মানি না। তেমনই আজকে বলছি, যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন... নাম বলব ন্যা রায় নিয়ে বলা যায়। বিজেপির রায় এটা। আমরা মানব না। ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে।'

খড়দহের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর স্পষ্ট দাবি, 'উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে করে আমরা ওবিসি সংরক্ষণ করেছিলাম। ২০১২ সাল থেকে চলছে।' মমতার বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আজ হাইকোর্ট জানিয়েছে, West Bengal Backward Class Commission ACT 1993 অনুযায়ী OBC দের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে।

২ পাতার পর

শুক্রবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

মালদা ও দিনাজপুরে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাকি জেলায় ঝড়-বৃষ্টি নেই বললেই চলে। উইকেন্ডে ফের ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

শহর কলকাতায় বজ্র বিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি পেল কলকাতা। শহরের বালিগঞ্জ-সহ একাধিক জায়গায় ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। কাল এবং পরশু এই বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। শনিবার থেকে তা অনেকটা বাড়বে। মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি সন্তোষজনক। এখনও পর্যন্ত তার যা গতি প্রকৃতি তাতে মে মাসের শেষ দিনেই ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে তার প্রবেশ করে যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা ২৩ মে, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কয়লা পাচার আগামী ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ৩ জুলাই চার্জ গঠন করার নির্দেশ

সর্বশেষ কী আপডেট রয়েছে সেটাও গতকাল জানতে চায় আদালত। জবাবে সিবিআই জানায়, সে এখনও ফেরার।এদিকে অভিযুক্তদের আইনজীবী আবার দাবি করেন, সিবিআইয়ের রিপোর্টের কপি তাঁদের দেওয়া হয়নি। সেই কারণে মামলার সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বুঝতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফ থেকে তখন জানানো হয়, এতজনকে ২৫,০০০ পাতার 'হার্ড কপি' দেওয়া অসম্ভব। সেকথা শুনে প্রত্যেক অভিযুক্তকে 'সফট কপি' দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।

গতকালের শুনানিতে বিচারপতি রাজেশ চক্রবর্তী জানতে চান, তদন্তপ্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে? জবাবে সিবিআই জানায়, এখনও একজন সরকারি আধিকারিককে জেরা করতে হবে। গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এর অনুমতি চাওয়া হলেও এখনও অনুমতি মেলেনি বলে জানায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। একথা শুনে বিচারক সঙ্গে সঙ্গে বলেন, গত সাড়ে তিন বছর ধরে এই মামলা চলছে, তাহলে এত দেরিতে কেন জেরার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে? কেন্দ্রীয় এজেন্সি আর কোনও চার্জশিট জমা দেবে কিনা তাও জানতে চায় আদালত। সিবিআই বলে, আর একটি চার্জশিট জমা করা হতে পারে।

গতকাল বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছে, সিবিআই আর কোনও চার্জশিট দিক বা না দিক দ্রুত চার্জ গঠন করে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আগামী ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ৩ জুলাই চার্জ গঠন করার নির্দেশ দিন তিনি। মামলার পরবর্তী শুনানিও সেদিনই রয়েছে। আদালত বলে, এই মামলায় অনেক বয়স্ক অভিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

সম্পাদকীয়

আশঙ্কা করা হচ্ছে, রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই শুরু হতে পারে সংঘর্ষ

ভোটের আবহে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের আশঙ্কা থেকেই রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে শয়ে শয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আসলে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ভোট পরবর্তী হিংসা চালানোর।তাই শুধু ভোট চলাকালীন সময়েই নয় আগামী ৪ জুন ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ভোট পরবর্তী আগামী ১৫ দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন রাখার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এপ্রসঙ্গে সিআইএসএফ-এর এক কর্তা বলেছেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী ১৫ দিনের বেশিও রাখা হতে পারে বাহিনী। তা-ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

যার ফলে রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় সে বছর বিরোধী দলের ১০ জনের বেশি কর্মী সমর্থকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সেই সাথে আহত হয়েছিলেন আরও অনেকে। তাই এ বছর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট থেকেই লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের সন্ত্রাসের আশঙ্কা থেকেই মোতায়েন করা হয়েছে মোট ৩২০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং এসএসবি মিলিয়ে মোট ৩২০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের বাছাই করা কিছু এলাকায় মোতায়ন রাখা হবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই শুরু হতে পারে সংঘর্ষ।

প্রসঙ্গত শুধুই ভোট পরবর্তী হিংসা নয়,বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এপ্রসঙ্গে উঠে এসেছে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ইডি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

কারাগারে নিক্ষেপ করলেন কংস। তাঁদের প্রথম ও পরে ছয় সন্তানকে একে একে হত্যা করলেন।সন্তানের মৃত্যুতে দেবকী ভেঙে পড়েছেন। এরকম অবস্থায় ভগবান শ্রীশেষজি এলেন দেবকীর গর্ভে। পুনরায় মা হওয়ার আনন্দে দেবকী দিন গুনছেন। কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁর শোক বাড়ল। এদিকে বিষ্ণুর আদেশে দেবী যোগমায়া পৃথিবীতে এসে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করলেন। মথুরাবাসী দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে বলে জল্পনা করতে লাগল। ওদিকে গোকুলের ঘোষপল্লির এক সুরম্য আলয়ে রোহিণী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্র বলভদ্র বা বলরাম। সময় গড়ায়। শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী বিষ্ণু ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। ভগিনীকে দেখে কংসের কেন জানি না মনে হল, এবার নিশ্চয়ই বিষ্ণু গর্ভে এসেছেন। কারণ, প্রায়শই দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কংস কারাগারে পাহারা আরও বাড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণাবতারের রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রকট হবেন বিষ্ণু। দেবতারা দেবকীকে দর্শনদান করে বললেন, 'অত্যন্ত আনন্দের কথা, আপনার অষ্টম গর্ভে সর্বলোকের কল্যাণকারী ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান। দুর্মতি কংস কয়েকদিনের অতিথিমাত্র। আপনার পুত্র যদুবংশকে রক্ষা করবেন।' যথাসময়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাদ্রমাসের মধ্যরাত। যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বিষ্ণু কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন তখনকার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্নর ও গন্ধর্বরা মধুর স্বরে গেয়ে উঠলেন। অপ্সরাগণ নাচতে লাগলেন। জগৎপালক বিষ্ণুর মঙ্গলময় গুণাবলির স্তুতি করতে লাগলেন চারণদল। দেবতা এবং ঋষি-মুনিরা ঐনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভ থেকে প্রকট হলেন। তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব দিগন্তে ষোলোকলা পূর্ণ চাঁদের উদয় হল। বসুদেব অভিভূত হয়ে দেখলেন তাঁর সামনে বিচিত্রদর্শন এক শিশু! দু'নয়ন কমলের ন্যায় এবং বিশাল। চতুর্ভুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। কণ্ঠে কৌস্তভমণি। শ্রীঅঙ্গে মনোহর পীতাম্বর বস্ত্র। নানা আভূষণ সুশোভিত দেবশিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

নবজাতকের এহেন রূপ দেখে বসুদেব নির্বাক! নবজাতকের দর্শন মাত্র বসুদেবের কংসভয় দূর হল। দেবকী এবং বসুদেব স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু তাঁর পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করলেন। আপন যোগমায়ায় এক সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন। বুধবার কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবে মথুরার মাটি পবিত্র হল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ মেঘযুক্ত। মুহুর্মুহু মেঘগর্জন। যে মুহূর্তে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন যশোদার এক কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। পুরাণে কথিত এই সন্তানই যোগমায়া বা বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। তাঁর প্রভাবে যশোদা অর্ধসচেতন হয়ে রইলেন। সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৮০টা বুথে কারচুপি করার পরিকল্পনা আছে বিজেপির:অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মানচিত্রে নন্দীগ্রাম এক অবিস্মরণীয় নাম। ২০১১-এই এই নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের আন্দোলনে ভর করেই ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। আবার ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনেও এই নন্দীগ্রামই কার্যত হয়ে উঠেছিল ভোটের ভরকেন্দ্র। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের ৭২ ঘণ্টা আগে সেখানেই প্রচার সেরে গেলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এরপরেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন অভিষেক, "৮০টা বুথে কারচুপি করার পরিকল্পনা আছে বিজেপির। ওদের লোক আমায় বলেছে। ভোট দিতে বাধা দিলে রুখে দাঁড়াবেন। এই ভোট নন্দীগ্রামের সম্মান রক্ষা করার ভোট।"

অভিষেকের আশ্বাস, "নন্দীগ্রামে যারা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি, তাদের তালিকা আমার কাছে আছে। ফল খুব খারাপ হবে। কোনও বাবা বাঁচাবে না। কেউ ভয় পাবেন না। আমি আছি। দেবাংশুকে জেতান। আমি জুনে আবার আসব।"এদিনের মঞ্চ থেকে একুশের ফলাফল ইতিহাসও উস্কে দিলেন তিনি।

একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, দীর্ঘ টানাপড়েন শেষে দেখা যায় জিতেছে শুভেন্দুই। যদিও ভোটগণনায় তখনই কারচুপির অভিযোগ তোলে তৃণমূল। আদালতে মামলাও চলছে এ নিয়ে। বুধবার নন্দীগ্রামের মঞ্চ থেকে ফের সেই কথা তুললেন অভিষেক।

বললেন, "২০২১ সালে বলেছিলাম খেলা হবে। কিন্তু নন্দীগ্রামে কারচুপি করে বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়েছিল। সেই খেলায় এখনও বাজি আছে। ২৫মে শেষ হবে। সবাই দেখিয়ে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে গেছেন। চার ইভিএমে কারচুপি করে জিতেছিল।"বললেন, "২০২১ সালে বলেছিলাম খেলা হবে। কিন্তু নন্দীগ্রামে কারচুপি করে বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়েছিল। সেই খেলায় এখনও বাজি আছে। ২৫মে শেষ হবে। সবাই দেখিয়ে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে গেছেন। চার ইভিএমে কারচুপি করে জিতেছিল।"

এরপরেই শুভেন্দুর নাম না করে অভিষেকের আক্রমণ, "এখানকার বিধায়ক ভিতু। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আবেদন করেছিল, অন্য হাইকোর্ট যাতে মামলা সরে যায়। সুপ্রিম কোর্ট চড় মেরে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট বিচার হবে। এর বিধায়ক পদ খারিজ হওয়া সময়ের অপেক্ষা।"

৩ পাতার পর

কমিশনের এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধেই বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ

অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। ওই সভার একটি ভিডিয়োয় অভিজিৎকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত দামে বিক্রি হও? তৃণমূল বলছে, রেখা পাত্রকে কেনা হয়েছিল ২০০০ টাকায়! আর তোমার হাতে কেউ ৮ লক্ষ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি হয়, কেউ ১০ লক্ষ টাকা দিলে রেশন হাওয়া হয়ে যায়! তোমার দাম ১০ লক্ষ টাকা কেন? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে মেকআপ করাও বলে? আর রেখা পাত্র গরিব মানুষ, লোকের বাড়িতে কাজ করে, আমাদের প্রার্থী। তাই তাঁকে ২০০০ টাকায় কেনা যায়!" মমতাকে আক্রমণ করে অভিজিৎ এ-ও বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আদৌ মহিলা কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে তাঁর। ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি। তবে তৃণমূল এ ব্যাপারে কমিশনে অভিযোগ করার পরে কমিশন প্রথমে অভিজিৎকে শো-কজ করে। পরে তাঁর প্রচার ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা অভিজিতের মন্তব্যের সমালোচনাও করে। বিজেপি প্রার্থী অভিজিতের আপত্তি সেই সমালোচনা নিয়েই।

কী লিখেছিল কমিশন? অভিজিতের প্রচার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া চিঠির শেষে ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বর পয়েন্টে অভিজিতের সমালোচনা করে কমিশন লিখেছে, অত্যন্ত ব্যথিত ভাবে কমিশন এ কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা তার ভিত্তিতে এই ন্যক্কারজনক শব্দ তাঁর কাছ থেকে কাম্য নয়। তিনি ভারতীয় মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যে নারী সম্মানের ইতিহাস, তারও অমর্যাদা করেছেন। এই ধরনের শব্দ কোনও নারীর প্রতি ব্যবহার করা হলে তা অবমাননাকর তো বটেই, কোনও রাজনৈতিক নেতা বা সাংবিধানিক পদাধিকারীর ক্ষেত্রেও অপমানজনক।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুরাণের সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক একটি সতীপীঠ গড়ে ওঠে। সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা বা প্রজ্ঞানয়ন পড়েছিল তারাপীঠের সেই শ্বেতশিমূল গাছের নীচে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

প্রেমিকের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন জাহ্নবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের সম্পর্ক নিয়ে খুব বেশি খোলামেলা কথা বলেন না অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। তবে বলিউডে কান পাতলেই শোনা যায়, শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন শ্রীদেবী-কন্যা। আকার-ইঙ্গিতে অবশ্য জাহ্নবী নিজেও বুঝিয়েছেন, শিখরের সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি এক সক্ষাৎকারে শিখরকে নিয়ে বেশ মন খুলে কথা বললেন অভিনেত্রী।

জাহ্নবী এই সাক্ষাৎকারে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। শ্রীদেবী প্রয়াত হওয়ার পরে জাহ্নবীর পাশে ছিলেন শিখর। জাহ্নবী জানান, জীবনে দু'জন মানুষ তার পাশে সব সময়ে থেকেছেন। স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করেছেন। প্রথমেই মা শ্রীদেবী ও বাবা বনি কাপুরের নাম উল্লেখ করেন তিনি। আর তার পরেই শিখর পাহাড়িয়ার নাম নেন অভিনেত্রী।

শিখর সম্পর্কে জাহ্নবী বলছেন, "আমার যখন ১৫-১৬ বছর বয়স, তখন থেকে ও আমার সঙ্গে আছে। আমার স্বপ্নগুলো ও নিজের করে নিয়েছে। ওর স্বপ্নগুলোও আমি আমার নিজের স্বপ্ন করে তুলেছি। আমরা পরস্পরের খুব কাছের। আমরা সব সময় পরস্পরের পাশে এমনভাবে থেকেছি যেন, আমরাই পরস্পরকে বড় করে তুলেছি।"

এর আগেও করন জোহরের শো 'কফি উইথ করন'-এ জাহ্নবীর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় শিখরের নাম। এই শো-তেই প্রথম শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে সম্পর্কে থাকার ইঙ্গিত দেন জাহ্নবী। এছাড়াও একাধিক জায়গায় শিখরের সঙ্গে জাহ্নবীকে দেখা গেছে। জাহ্নবীর পরিবারের সঙ্গেও মিশে গিয়েছেন শিখর।

সম্প্রতি খবর ছড়ায়, খুব শিগগিরই নাকি তিরুপতি মন্দিরে শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে বিয়ে করতে চলেছেন জাহ্নবী। তবে সেই খবর যে গুজব মাত্র, তা নিজেই স্পষ্ট করেছেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি' ছবির প্রচার নিয়ে ব্যস্ত জাহ্নবী।

কানে রেড কার্পেটে নজর কাড়লেন কিয়ারা

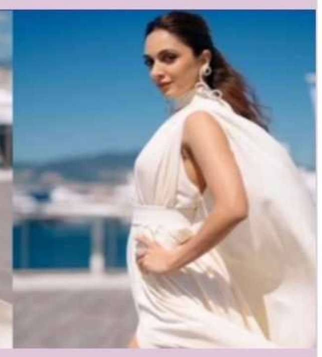

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এ রেড কার্পেটে নজর কাড়লেন কিয়ারা আদবানি। সাদা হাই স্লিটেড পোশাকে তিনি যেন ঝলমলে প্রজাপতি। মুহূর্তেই ভাইরাল সেই ভিডিও।

বলিউড অভিনেত্রী ও ফ্যাশন আইকন কিয়ারা ফ্রেঞ্চ রিভেরা থেকে নিজের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। একটি অফ-হোয়াইট পোশাকে যেন পরী। ১৭ মে চলচ্চিত্র উৎসব থেকে তার প্রথম লুকের আভাস দিয়ে ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুলেছেন তিনি।

প্লাঞ্জ নেকলাইন ও হাই-স্লিটেড গাউনের সঙ্গে কিয়ারা পরেছিলেন হিরের দুল এবং হাই-হিল। তার পোশাক ডিজাইন করেছেন লক্ষ্মী লেহর ও প্রবাল গুরুং ছিলেন স্টাইলিংয়ের দায়িত্বে।

গালা ইভেন্টে কিয়ারা আন্তর্জাতিক সিনেমার ল্যান্ডস্কেপে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের উপর জোর দেবেন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানটি সারা বিশ্বের নারীদের একত্রিত করবে এবং বিনোদন শিল্পে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেবে। এই মুহূর্তে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী কিয়ারা।

ব্যাগে পেনসিল রাখার কারণ জানালেন দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদের চর্চার শেষ নেই। ২০০৭ সাল্কেওম শান্তি ওম্ব ছবির হাত ধরে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। ১৫ বছরে একের পর এক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন ভক্তদের। অভিনয় করেছেন হলিউডের ছবিতেও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানান, সব সময় তিনি ব্যাগে একটি খাতা আর পেনসিল রাখতে পছন্দ করেন। তবে কেন পেনসিল, পেন নয়? সেই কথাও খোলসা করেছিলেন তিনি।

অভিনেত্রী জানান, যদি কোন কথা বলতে গিয়ে বার বার আটকে যান, তাহলে দাঁতের মধ্যে পেনসিল চেপে ধরে সেই কথাটি কয়েকবার বলতে থাকেন। এরপর কথা বলার সময় আটকে যান না। এ কারণে ব্যাগে পেনসিল রাখতেই পছন্দ করেন।

এছাড়াও দীপিকা তার ব্যাগে মাউথ ফ্রেশনার, ফেস মিস্ট, পারফিউম, মোবাইল স্ট্যান্ডের মতো ছোট ছোট জিনিস নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করেন। সঙ্গে থাকে বাড়ির চাবি ও চুল বাঁধার জিনিস।

উল্লেখ্য, রণবীর কাপুরের সঙ্গে তার প্রেম, ব্রেক-আপ একটা সময় ছিল মিডিয়ার মুখরোচক খবর। পরে একাধিক তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে দীপিকার। অবশেষে রণবীর সিংকে বিয়ে করেন তিনি।

ঐশ্বরিয়ার লুক নিয়ে নেটপাড়ায় হাসির রোল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'কান চলচ্চিত্র উৎসব' এর ৭৭তম আসরে লাল গালিচার অতি পরিচিত নাম ঐশ্বরিয়া রাই। বচ্চন বধূর স্টাইল স্টেটমেন্ট হামেশাই থাকে চর্চায়। ১৬ মে কানের রেড কার্পেটে কালো-সোনালী গাউনে জাদু ছড়িয়েছেন তিনি। তবে উৎসবের দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার) অভিনেত্রীর সাজপোশাক দেখে নেটপাড়ায় শুরু হয় সমালোচনা।

কানের প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য ঐশ্বরিয়া বেছে নিয়েছিলেন ফালগুনী এবং শেন পিককের কালো-সোনালী গাউন। তবে শুক্রবার (১৭ মে) তার দেখা মিলল সুবজ-রুপালী গাউনে। নাটকীয় পোশাকের লম্বা টেইল এবং সুউচ্চ হাতা রীতিমতো নজর কেড়েছে। অভিনেত্রীর এই লুক দেখে অনেকেই মজা করে লিখেছেন,ওআরাধ্যার স্কুল প্রোজেক্ট নাকি? কে ঐশ্বরিয়াকে স্টাইল করছেঃ অনেকে আবার গেম অফ থ্রনসের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন অ্যাশের পোশাকে।

এবারের কান উৎসবে 'কাইন্ডস অফ কাইন্ডনেস'-এর প্রিমিয়ারে দেখা মিলল অ্যাশের। কানের রেড কার্পেটে সাজপোশাক নিয়ে এই প্রথমবার কটাক্ষের মুখে ঐশ্বরিয়া, এমনটা নয়। তবে কোনোদিনই পালটা জবাব দেননি নায়িকা।

কান সফরের দ্বিতীয় দিনে মায়ের পাশে নজর কাড়লেন আরাধ্যা। নীল রঙের পোশাকে ঐশ্বরিয়া ছিলেন সাবলীল। মায়ের পাশে আরাধ্যার দেখা মিলল হলুদ রঙের পোশাকে। একদম নো-মেকআপ লুকে দেখা মিলেছে আরাধ্যাকে।

কোহলির পথেই হাঁটছে ভামিকা

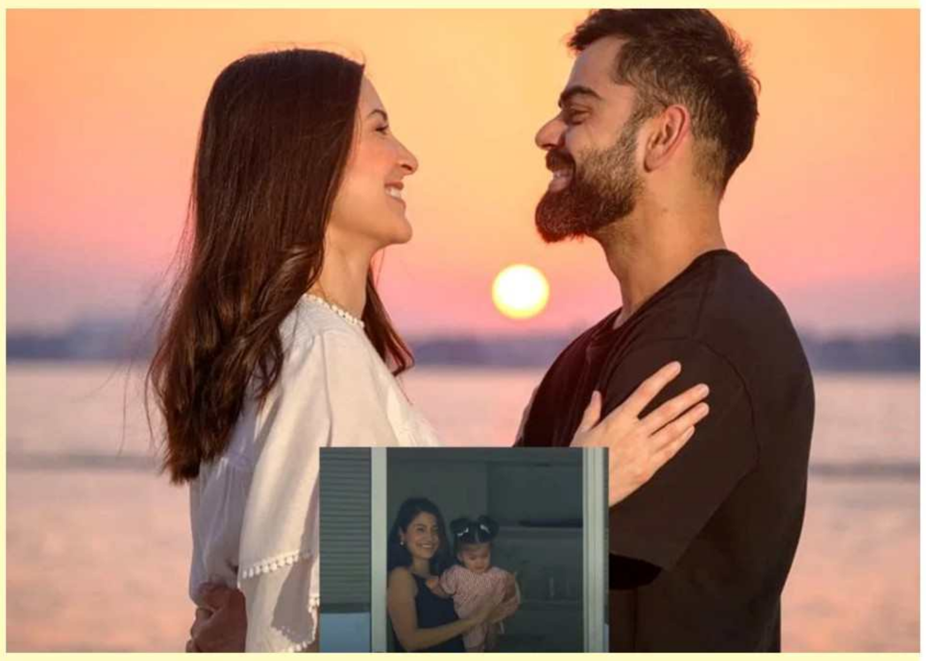

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারকা দম্পতি বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মার কন্যার নাম ভামিকা। আর তারা চলতি বছর জন্ম নেয়া ছেলের নাম দিয়েছেন অকায়।

সম্প্রতি নিজের অবসর জীবনের পরিকল্পনার কথা জানাতেই উদ্বেগে বিরাট কোহলির অনুরাগীরা। চিন্তা, আনুশকাকে নিয়েও। আশঙ্কা, খুব শীঘ্রই হয়তো অভিনয় জীবন থেকে মুখ ফেরাবেন তিনি। তবে বিরাট-আনুশকা খুশি সংসার, সন্তান নিয়ে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিরাট কোহলি ছেলে অকায় ও মেয়ে ভামিকাকে নিয়ে অজানা তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন।

গত পাঁচ বছর ধরে কোনও ছবি মুক্তি পায়নি আনুশকার। মেয়ের জন্মের পর শুধু 'চাকদহ এক্সপ্রেস' ছবিটি করেছেন তিনি। অবশ্য সেটিও আজ পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। আনুশকা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তার জীবনে অগ্রাধিকার পায় তার সন্তানরা। এবার কোহলির অবসরের জল্পনা উঠতেই শোনা যাচ্ছে, দুই ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী আনুশকার সঙ্গে লন্ডনেই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেন কোহলি-দম্পতি। তবে, ছেলে অকায় বেশ ছটফটে হয়েছে বলে জানালেন বাবা বিরাট। আর মেয়ে ভামিকা নাকি তিন বছর বয়সেই ব্যাট ঘোরাতে শিখে গিয়েছে! স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করা হয়, তবে কি ছেলে-মেয়ে বাবার জুতোয় পা গলাবে? কোহলি অবশ্য এখন থেকেই কিছু অনুমান করতে চান না। তাঁর কথায়, 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। ওদের যা খুশি, বড় হয়ে সেটাই হবে।'

টি-২০ বিশ্বকাপ: কার হাতে উঠবে এবারের শিরোপা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন। এর পরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শুরু হতে যাচ্ছে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সেই মহাযুদ্ধ। যেখানে হাতের কব্জির জোর যার বেশি লড়াইয়ের আধিপত্যটাও তারই দখলে।

আসন্ন জুন মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। ক্রিকেট পাড়ায় বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্ট কে ঘিরে ইতোমধ্যেই একটা সাজ সাজ রব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যান্য বারের তুলনায় দলের সংখ্যা ও সমীকরণ ভিন্ন হওয়ায় এবারের আসনটা বেশ জাঁকজমক হবে বলেই ধারণা করছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা।

তবে টুর্নামেন্টটি এখনও শুরু না হলেও টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালিস্ট-ফাইনালিস্ট কারা হবে অথবা কার হাতে উঠতে পারে এবারের শিরোপা, এ নিয়ে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। ক্রিকেট বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্ত- সকলেই যেন দল ও তাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স অনুযায়ী নিজেদের প্রেডিকশন সাজিয়ে ফেলেছেন। এই যেমন উসেইন বোল্ট। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের অন্যতম সেরা এই দৌড়বিদের মতে, এবারের বিশ্বকাপ শিরোপা উঁচিয়ে ধরবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখন পর্যন্ত দুইবার শিরোপা জিতেছে উইন্ডিজরা। তবে এখন আর টি-২০তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই দাপটটা আর নেই। তবুও আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই ফেবারিট মানছেন বোল্ট। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের সময় বোল্ট বলেন, 'আমি সব সময়ই আমার ঘরের দলের পক্ষে। আমাদের বড় হিটার আছে কয়েকজন। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ (জিতবে)।'

এছাড়া কুড়ি ওভারের বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানোর আগেই বিশ্বকাপের সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বাছাই করেছেন উইন্ডিজের কিংবদন্তি কার্টলি অ্যামব্রোস। তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস, ছেলেরা ধারাবাহিক ও স্মার্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করলে আমরা ট্রফি জিততে পারব। এটা (বিশ্বকাপ জেতা) সহজ হবে না। তবে আমরা দুই দেশের মধ্যে একটি, যারা দুইবার শিরোপাটি জিতেছি। তাই আমরা এটাকে তিন বানানোর চেষ্টা করব। আর ঘরের মাঠে কোনো দল এই শিরোপা জিততে পারেনি। তাই ছেলেদের ভালো করার জন্য এসব অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং আশা করি, তারা পারবে।'

তবে পাকিস্তানি কিংবদন্তি হাফিজের গলায় ভিন্ন সুর। তিনি বলেন, আমার মন বলছে পাকিস্তানকে এক নম্বরে (সেমিফাইনালের জন্য) রাখতে। যদি আমি খেলার কৌশল ও ফরমেশন নিয়ে চিন্তা করি, তবে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজে তুলনামূলক ভালো খেলবে। স্বাগতিক ক্যারিবীয়রাও ভালো করবে, পাশাপাশি সমান পারফর্ম করতে পারে ইংল্যান্ড।'

বাবর আজমদের দুর্বলতা নিয়ে এই সাবেক অলরাউন্ডার বলেন, বিশ্বকাপে ভালো করার মতো সঠিক ফরমেশন এবং মাইন্ডসেট নেই তাদের। কারণ, দলে কার ভূমিকা কি সেটাও অনির্ধারিত, যার ফলে দলের কোনো নিয়ন্ত্রণও নেই। 'এ ছাড়া ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-২ ফল, মোটেও পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলছে না। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পাকিস্তান তাদের পুরো শক্তি নিয়ে খেলেছে। দুর্ভাগ্যবশত সমর্থক হিসেবে আমরা যে ফল প্রত্যাশা করেছি, সেটি আসেনি।'

বাবরদের পিছিয়ে থাকার যুক্তি দেখালেও ঠিকই তারা সেমিফাইনালে খেলবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী দেন হাফিজ। এ ছাড়া তার দৃষ্টিতে সেমিতে খেলতে যাওয়া বাকি তিন দল হচ্ছে- ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড।

তবে ক্রিকেট বোদ্ধাদের এমন আগাম ভবিষ্যৎবাণী অথবা বার্তার তারপর আসলেই কে হচ্ছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের চ্যাম্পিয়ন তা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডিশন মানিয়ে নিয়ে সেখানকার মাটিতে সেমিফাইনালে এশিয়ার থেকে ইউরোপের দলগুলো ভালো করবে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বাড়তি সুযোগ পাবে ভারত-পাকিস্তান সহ বেশ কিছু দল। তাই এবার দেখার পালা আসলেই কারা হচ্ছেন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট, ফাইনালিস্ট এবং চ্যাম্পিয়ন।

মেসির ফেরার ম্যাচে মায়ামির নাটকীয় জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাঁটুর ইনজুরির কারণে ইন্টার মায়ামির আগের ম্যাচে খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। দলের প্রধান তারকা না থাকায় ম্যাচটিও জিততে পারেনি মায়ামি। এতে টানা পাঁচ ম্যাচের জয়রথ থেমে যায় মায়ামির। ওই ম্যাচে ওরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল ফ্লোরিডার ক্লাবটি।

লিওনেল মেসিকে নিয়ে আজকের ম্যাচেও শঙ্কা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মাঠে নামলেন এবং ইন্টার মায়ামিও জয়ের দেখা পেল। মেজর লিগ সকারে (এমএসএল) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামি ১-০ গোলে জিতেছে। যোগ করা সময়ে মায়ামিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন লিওনার্দো কাম্পানা।

রোববার মায়ামির চেজ স্টেডিয়ামে বাজে আবহাওয়ার কারণে খেলা শুরু হতে কিছুটা দেরি হয়। মেসি-লুইস সুয়ারেজদের পাসিং ফুটবলের বিপরীতে ডিসি ইউনাইটেড চেষ্টা করে প্রতিআক্রমণনির্ভর ফুটবল খেলে সুযোগ তৈরির। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে খেলোয়াড়দের ভারসাম্য ধরে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খেলার মূল সময় শেষ হয়ে গেলেও কোনো গোল না পাওয়ায় মনে হচ্ছিল, টানা দ্বিতীয় ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করতে যাচ্ছে মায়ামি। কিন্তু সেটি হয়নি। শেষ মুহূর্তে মায়ামিকে উদ্ধার করেছেন কাম্পানা। ফরোয়ার্ড মাতিয়ান রোজাসের বদলি হিসেবে তাকে নামিয়ে ছিলেন জেরার্ডো টাটা মার্টিনো। মাঠে নেমে সার্জিও বুস্কেটসের অ্যাসিস্টে গোল করেন কাম্পানা।

এই ম্যাচে মেসিকে সেরা দৃশ্যটি দেখা গেছে ৭১ মিনিটে। পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে থেকে লক্ষ্যে দারুণ একটি শট নিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। তার শট করা বলটি গোলবারের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এই মৌসুমে প্রথম কোনো ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক গোল এবং অ্যাসিস্ট পেলেন না মেসি। চলমি মৌসুমে মায়ামির হয়ে ১০ গোল করেছেন মেসি। একইসঙ্গে ৮বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী আর্জেন্টাইন তারকার অ্যাসিস্ট আছে ১২টি।

জার্মান ফুটবলে 'ইনভিন্সিবল'

লেভারকুজেনের ইতিহাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জার্মান বুন্দেসলিগায় নতুন ইতিহাস গড়লো বায়ার লেভারকুজেন। ইতিহাসের প্রথম ক্লাব হিসেবে অপরাজিত থেকেই পুরো মৌসুম শেষ করেছে তারা। লিগের সর্বশেষ ম্যাচে আউগসবুর্গকে ১-০ গোলে হারিয়েছে লেভারকুসেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে অন্তত ৩০ ম্যাচের মৌসুমে অপরাজিত থাকার (ইনভিনসিবল) চতুর্থ ঘটনা এটি। একবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয়।

খেলার জগতে 'ইনভিন্সিবল' শব্দটা বললে সবার আগে মনে পড়ে আর্সেন ওয়েঙ্গারের সেই কিংবদন্তি দলটার কথা। ২০০৩-০৪ মৌসুমে ৩৮ ম্যাচের প্রিমিয়ার লিগে কোনো ম্যাচ না হেরে শিরোপা জিতেছিল আর্সেনাল। একবিংশ শতাব্দীতে শীর্ষ পাঁচ লিগে অপরাজিত থেকে লিগ জেতার রেকর্ড ছিল আর একটিই। ২০১১/১২ মৌসুমে সেই কীর্তি দেখিয়েছিল জুভেন্টাস। এবার তৃতীয় দল হিসেবে সেটি গড়েছে বুন্দেসলিগার দল বেয়ার লেভারকুজেন।

চলতি লিগ মৌসুমে ৩৩ ম্যাচে ২৮ জয় ও ৬ ড্র পেয়েছে লেভারকুজেন। এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রেকর্ড ৫১ ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে। আরও এক ইতিহাস গড়ার হাতছানি অপেক্ষা করছে তাদের সামনে। এরইমধ্যে বেনফিকাকে পেছনে ফেলে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড গড়েছে তারা। মৌসুমে আর দুটি ম্যাচ বাকি তাদের। দুটিই ফাইনাল। একটি জার্মান কাপ। অন্যটি ইউরোপা লিগ। এই দুই ফাইনাল জিতে অপরাজিত ট্রেবল জয়ের অনন্য কীর্তি গড়বে তারা।

এদিন ম্যাচের পর লেভারকুজেনের কাছে বুন্দেসলিগা ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পরে ট্রফি নিয়ে গ্যালারির দর্শকের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন দলটির খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তারা। বুন্দেসলিগায় গত ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ দ্বিতীয়ও হতে পারেনি। ৭২ পয়েন্ট নিয়ে বায়ার্নের অবস্থান তিনে, ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে স্টুটগার্ট। ইনভিন্সিবল লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৯০।

ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম পছন্দ নয় কোহলিরও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মাঠে নামলেই নিজেকে মেলে ধরার জন্য মুখিয়ে থাকেন বিরাট কোহলি। কোহলি এখন খেলছেন আইপিএলে। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে রানের স্রোত বইয়ে চলেছেন তিনি। আসরে ৭০০ রান করা একমাত্র ব্যাটসম্যান ভারতীয় ক্রিকেটের এই নক্ষত্র। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১৪ ম্যাচে এখন পর্যন্ত তার রান ৭০৮। পাঁচ ফিফটির সঙ্গে সেঞ্চুরি করেছেন একটি। স্ট্রাইক রেট ১৫৫.৬০ ও ব্যাটিং গড় ৬৪.৩৬।

এবার তিনি টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যানদের দাপট নিয়েও কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেছেন, চার-ছক্কা হলেই ম্যাচ জমে না। ব্যাটসম্যান ও বোলারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা থাকলেই ক্রিকেট আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

এবারের আইপিএলে প্রচুর রান ওঠার অন্যতম কারণ ইমপ্যাক্ট বদলি, এমনটা বলেছেন দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই। ইমপ্যাক্ট বদলি নিয়মের কারণে দলগুলো কার্যত ১২ জনকে খেলায়। একজন বাড়তি ব্যাটসম্যান আছেন ভরসায় অন্যদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের সুযোগ বাড়ে। ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেছিলেন, ইমপ্যাক্ট বদলির কারণে অলরাউন্ডারদের সুযোগ কমে যাচ্ছে। ১১ জনের খেলায় ১২ জনের মাঠে নামায় বিনোদনের নামে ক্রিকেট থেকে অনেক কিছু চলে যাচ্ছে। সতীর্থের কথায় সমর্থন জানিয়ে কোহলি বলেন, আমি রোহিতের সঙ্গে একমত। খেলার একটা দিক হচ্ছে বিনোদন, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে কোনো সমতা থাকছে না। এ অবস্থায় বোলারদের খারাপ লাগারই কথা। আমি আগে কখনো এমন পরিস্থিতি দেখিনি, যেখানে একজন বোলারকে প্রতিটি বলে চার বা ছয় হজমের কথা ভাবতে হচ্ছে। আমরা উঁচু পর্যায়ের ক্রিকেট খেলছি, সেখানে একপক্ষের দাপট থাকা উচিত নয়। ব্যাট আর বলের সমতার মধ্যে একধরনের সৌন্দর্য আছে। সব দলে তো আর বুমরা বা রশিদ খান নেই। আগামী ২৬ মে পর্দা নামবে এবারের আইপিএলের। এই টুর্নামেন্টের পাঁচদিন পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এনিয়ে ষষ্ঠ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছেন কোহলি। ২০১২ সালে শুরু হওয়া পথচলায় এখন পর্যন্ত একবারও শিরোপার স্বাদ পাননি তিনি। এছাড়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছেন তিনি চারটি। ২০১১ সালে পেয়েছেন শিরোপা জয়ের স্বাদ।

বিশ্বকাপে কোহলির পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ৩৭ ম্যাচ খেলা ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান ৫৯.৮৩ গড়ে রান করেছেন ১ হাজার ৭৯৫। নামের পাশে সেঞ্চুরি আছে পাঁচটি, ফিফটি ১২টি। আর টি-টোয়েন্টির বৈশ্বিক আসরে ২৭ ম্যাচে তার রান ১ হাজার ১৪১। ব্যাটিং গড় ৮১.৫০, স্ট্রাইক রেট ১৩১.৩০। ফিফটি করেছেন ১৪টি।

কোহলি বলেন, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের রোমাঞ্চ-উত্তেজনা তাকে ভালো করতে আরও বেশি তাড়না যোগায়। আর এই মানসিকতা নিয়েই আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অপেক্ষায় আছেন তিনি।

তিনি জানান, বলতে পারি, আগের মতোই ক্ষুধার্ত আমি। (ভালো করার) ক্ষুধা না থাকলে আপনারা আমাকে টুর্নামেন্টে দেখতে পাবেন না। আমার যদি এই মানসিকতা না থাকে, তাহলে খেলতে পারব না। একবার দলীয় আবহ তৈরি হয়ে গেলে এটা দারুণ একটি যাত্রা। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপেও আমাদের সময়টা দারুণ কেটেছিল। আমরা সত্যিই বিশ্বকাপ উপভোগ করেছি

কোহলি আরও বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা শিরোপা জিততে পারিনি। কিন্তু দল হিসেবে আমরা দারুণ একটি সময় কাটিয়েছি। আমাদের খেলা মানুষের পছন্দ হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, এবারও খুব ভালো একটি টুর্নামেন্ট কাটবে আমাদের।

প্রসঙ্গত, আগামী ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত।

চেন্নাইকে কাঁদিয়ে প্লে-অফে কোহলির বেঙ্গালুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হার। পরের ম্যাচ জিতলেও এরপর টানা ৬ ম্যাচে কোনো জয় নেই। পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানীতে ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেখান থেকে শেষ চার অনেক দূরের পথ, সবাই ধরেই নিয়েছিল এবারও ব্যর্থতার গ্লানি সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেবে কোহলিরা। তবে সেটি হতে দেয়নি ডু-প্লেসির দল। টানা ছয় ম্যাচ জিতে প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখলো তারা। শনিবার চেন্নাই সুপার কিংসকে ২৭ রানে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে বেঙ্গালুরু।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২১৮ রান করে বেঙ্গালুরু। প্লে-অফে উঠতে হলে চেন্নাই সুপার কিংসকে ২০০ রানের মধ্যে আটকাতে হতো বেঙ্গালুরুকে। সেটাই করে দেখান বোলাররা। ২৭ রানের এই জয়ের ফলে বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট হয় ১৪। চেন্নাইয়ের সমান পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের বিচারে প্রথম চার নিশ্চিত হয় কোহলিদের। শেষ ম্যাচ হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনিদের।

দুইদলের জন্যই এই ম্যাচটি ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। এমন ম্যাচে টস জিতে সফরকারীদের আগে ব্যাটে পাঠায় চেন্নাই। বেঙ্গালুরুর ব্যাটারদের সকলেই দারুণ করেছেন। ডু প্লেসি ৩৯ বলে ৫৪, কোহলি ২৯ বলে ৪৭, রজত পাতিদার ২৩ বলে ৪১ এবং ক্যামেরন গ্রিন ১৭ বলে ৩৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। এছাড়া দিনেশ কার্তিক ৬ বলে ১৪ এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৫ বলে ১৬ রানের ক্যামিও উপহার দেন। নির্ধারিত ওভার শেষে ৫ উইকেটে ২১৮ রানের সংগ্রহ গড়ে বেঙ্গালুরু। চেন্নাই বোলারদের মধ্যে শার্দুল ঠাকুর দুটি এবং তুষার দেশপান্ডে ও মিচেল স্যান্টনার একটি করে উইকেট নেন।

বাব দিতে নেমে রাচিন রাবিন্দ্রা ৩৭ বলে ৬১ রান করলেও ২২ বলে ৪২ রান করে অপরাজিত থাকেন রবিন্দ্র জাদেজা। ১৩ বলে ২৫ রান করেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৭ উইকেটে ১৯১ রানে থামে চেন্নাই। হেরে যায় ২৭ রানে। শেষ ২ বলে রবিন্দ্র জাদেজা যদি ১০ রানও নিতে পারতেন, তাহলে চেন্নাইকে বিদায় নিতে হতো না। কিন্তু জাদেজা দুটি বলই খেললেন ডট। কোনো রানই নিতে পারলেন না।

এই মৌসুমের শাস্তি আগামী আইপিএলে পাবেন হার্দিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হলেন হার্দিক পান্ডিয়া। এবারের আসরে তাদের আর কোনো ম্যাচ নেই। তাই আগামী আসরের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক।

গতকাল লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০ ওভার শেষ করতে পারেনি মুম্বাইয়ের বোলাররা। আসরে তৃতীয় বারের মতো স্লো ওভার রেটের নিয়ম ভঙ্গ করায় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পড়লেন হার্দিক। একই সঙ্গে তাকে ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে। এবারের আইপিএলে যেহেতু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আর ম্যাচ বাকি নেই, তাই পরের আইপিএলের প্রথম ম্যাচটি খেলতে পারবেন না হার্দিক।

এবারের মৌসুমটি খুবই বাজে কেটেছে মুম্বাইর। দশ দলের মধ্যে দশম স্থানে থেকে তারা মৌসুম শেষ করেছে। ১৪ ম্যাচের মাত্র ৪টিতে জিতেছে তারা। হার্দিক নিজেও ছিলেন নিষ্প্রভ। ব্যাট হাতে ১৮ গড়ে ও ১৪৩.০৪ স্ট্রাইক রেটে তিনি রান করেছেন ২১৬টি। আর বল হাতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। ইকোনোমি ১০.৭৫।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR